দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 22 OCT 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

110

শিক্ষাঙ্গন

বিদ্যালয়টির সংস্কার প্রয়োজন

কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলা সদরের মাত্র এক কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তরে কুমিল্লা-ঝলম সড়কের পাশে অবস্থিত অর্জুনতলা আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি একটি সুপরিচিত প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় জনগণের সহায়তায় এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক মরহুম গোলাম মাওলার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯২৭ সালে এটি একটি মক্তব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে অত্যন্ত দৈন্যদশা অবস্থা নিয়েও প্রতিষ্ঠানটি কোনরূপে দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৩৮ সালে বৃটিশ সরকারের আমলে তদানীন্তন ত্রিপুরা জেলা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ফরিদগঞ্জের কৃতী সন্তান মরহুম আবিদুর রেজা চৌধুরীর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে এটি ফ্রি প্রাইমারী স্কুল হিসেবে মঞ্জুরী লাভ করে। অতঃপর স্কুলটি ক্রমশঃ খ্যাতি লাভ করে। তৎকালীন সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর নিরলস পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ কর্মদক্ষতায় আজও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি অত্র এলাকায় অত্যন্ত সুপরিচিত।

তখন থেকেই উক্ত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষায় অত্যন্ত ভাল ফল লাভ করে আসছে। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে উক্ত অর্জুনতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়টি কুমিল্লা জেলার অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হলেও অধুনা এ স্কুলটি দারুণভাবে অবহেলিত।

দৈন্যদশাগ্রস্ত অর্জুনতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে প্রায় ৩শ' ছাত্র-ছাত্রী। মাত্র ৬ জন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তারা লেখাপড়া করছে। ছাত্র সংখ্যানুপাতে স্কুলের টিনের ঘরটি অত্যন্ত ছোট হওয়ায় প্রতিদিন ২ শিফটে ক্লাস চালাতে হয়। প্রয়োজনের অনুপাতে স্কুলে টুল, টেবিল, চেয়ার, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি নেই। অচিরেই সংস্কার করা না হলে যে কোন মুহূর্তে স্কুল ঘরটি ভেঙ্গে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। স্কুলটির করুণ অবস্থার প্রেক্ষিতে স্থানীয় জনগণ বহুবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেও কোন সুফল পায়নি।

সম্প্রতি বরুড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের প্রচেষ্টায় অর্জুনতলা স্কুলটিকে পাকা করার জন্য উন্নয়ন প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা হলেও অত্যন্ত দুঃখজনক যে, আজও তা বাস্তবায়িত হওয়ার কোন উদ্যোগই নেয়া হয়নি।

—এম, গোলাম মাহ্‌ফুজ
কুমিল্লা।

সমস্যার আবর্তে রহিমানগর কলেজ

চাঁদপুর জেলাস্থ কচুয়া উপজেলার ঐতিহ্যবাহী রহিমানগর শেখ মুজিবুর রহমান কলেজটি দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। বর্তমানে কলেজে বিভিন্ন বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। কলেজটি ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এলাকার বহু ছাত্র-ছাত্রী এ কলেজে অধ্যয়ন করছে।

অথচ কলেজটি প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ ১৭টি বছর সরকারী কোন অনুদান না পাওয়া সত্ত্বেও টিকে আছে।

স্বাধীনতার পরবর্তী বছরে কলেজে ডিগ্রী ক্লাস চালু করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিভিন্ন কারণবশতঃ পরবর্তীতে ডিগ্রী ক্লাস বন্ধ করতে হয়েছিল। ছাত্রদের ক্লাস নেয়ার জন্য পর্যাপ্ত কক্ষ নেই। বেঞ্চের অভাবে ছেলেমেয়েরা বসতে পারে না। বিজ্ঞান গ্রুপের ছেলেমেয়েদের জন্য বিজ্ঞানাগারের ব্যবস্থা নেই। ফলে রীতিমত প্রাকটিক্যাল ক্লাস করতে পারে না। কলেজ প্রতিষ্ঠার পর হতে কোন সেমিনারের ব্যবস্থা করা হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতে পার্শ্ববর্তী হাই স্কুল সংলগ্ন সিম্পোসিয়ামে যেতে হয়। কলেজটিতে খেলাধুলার সাজ-সরঞ্জাম নেই। দুর্ভাগ্যের বিষয় বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জন্য খেলার যাবতীয় সামগ্রী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ হিসেবে আনতে হয়। কলেজ সংলগ্ন কোন শৌচাগার নেই। এ সব সমস্যাজনিত কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে প্রশ্ন জাগে, তাদের সমস্যা হয়তো সমাধান হবে না।

কলেজে কমপক্ষে দু'টো ছাত্রাবাসের প্রয়োজন রয়েছে। বহিরাগত ছাত্রদের সুষ্ঠু পরিবেশের অভাবে পড়ালেখা করতে বিঘ্ন ঘটছে। তাছাড়া বহিরাগত যেসব অধ্যাপক রয়েছেন তাদের থাকার জন্য কোন বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই। এদিকে কলেজে বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রী গরীব। বেতন দিয়ে পড়ার সামর্থ্য নেই। ফলে কলেজে মোটা অংকের তহবিলের সংকট। এমতাবস্থায় সরকারী সামান্য স্কেলের অনুদান ব্যতীত অধ্যাপকগণ কলেজ তহবিল হতে সাহায্য পান না। তদুপরি তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা আশা করব ধ্বংসের মুখ থেকে এই কলেজটিকে রক্ষা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথা শিক্ষা মন্তরণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—

মীর মোশাররফ হোসেন (রোটন)
পোঃ রহিমানগর
কচুয়া, চাঁদপুর।